বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন (খসড়া)

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নং আইন)-এর সংশোধন করা সমীচীন এবং প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল: -

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**— (১) এই আইন বাংলাদেশ প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নং আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনামে প্রথম লাইনের প্রথমে উল্লিখিত ‘পশু’ এর স্থলে ‘প্রাণী’ এবং একই লাইনে ‘পশু ও পশুজাত’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণী ও প্রাণিজাত’ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নং আইনের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনায় প্রথম লাইনে ‘যেহেতু’ এর পরে ‘পশু’ এর স্থলে ‘প্রাণী’ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত ‘পশু ও পশুজাত’ এর স্থলে ‘প্রাণী ও প্রাণিজাত’ হইবে।

৪। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নং আইনের ধারা ১-এর উপধারা (১) নিম্নরূপ উপধারা (১) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

‘(১) এই আইন প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।’

৫। ধারা ২(ক)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২ (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

(ক) “আমদানি” অর্থ কোনো প্রাণী, প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ জল, স্থল ও আকাশপথে বাংলাদেশে আনয়ন;

৬। ধারা ২-এর উপধারা (ক)-এর পরে নিম্নরূপ উপধারা (কক) এবং (ককক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

(কক) “আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা” অর্থ আমদানি অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের ভিত্তিতে কনসাইনমেন্টের নিয়ন্ত্রণ অথবা খালাস সহজীকরণ;

‘(ককক) ‘উপযুক্ত কর্মকর্তা (competent officer)’ অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের যে কোনো কর্মকর্তা।’

৭। ধারা ২-এর উপধারা (খ)-এ ‘উপযুক্ততা সনদ’ অর্থ ‘কোন’ এর পরে ‘পশুজাত’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণিজাত’ এবং ‘পশুর’ পরিবর্তে ‘প্রাণীর’ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ধারা ২-এর উপধারা (খ) এর পরে নিম্নরূপ উপধারা (খখ) এবং (খখখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

(খখ) “কনসাইনমেন্ট” অর্থ একক স্বাস্থ্য সনদের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাণী, প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ যাহা এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তর করা হয়;

(খখখ) “খালাসোত্তর নিরীক্ষা” অর্থ আমদানি অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় খালাসকৃত কনসাইনমেন্টের খালাস পরবর্তী নিরীক্ষা;

৯। ধারা ২-এর উপধারা (ঘ)-এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

(ঘ) ‘প্রাণী’ অর্থে লিঙ্গ বা প্রজাতি বা বয়স যাহাই হউক নিম্নবর্ণিত প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

(অ) গবাদিপশু (Large ruminant) যথা—গরু, মহিষ, গয়াল ও উট;

(আ) ছাগলজাতীয় (Small ruminant) যথা—ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা;

(ই) মুরগিজাতীয় (Fowl) যথা—মুরগি, টার্কি, কোয়েল, কবুতর ও উটপাখি;

(ঈ) হাঁসজাতীয় (Anatidae) যথা—হাঁস ও রাজহাঁস;

(উ) ঘোড়াজাতীয় (Equine) যথা—ঘোড়া ও গাধা;

(ঊ) পোষাপ্রাণী (Pet) যথা— বিড়াল, কুকুর, খরগোশ, টিয়া, শালিক, ময়না এবং সরকার ঘোষিত অন্য কোনো বাহারি পাখি (ornamental birds); এবং

(এ) সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত (অ) হইতে (ঊ)-তে উল্লিখিত প্রাণী ব্যতীত অন্য যে-কোনো প্রাণী।’

১০। ধারা ২-এর উপধারা (ঘ)-এর পরে নিম্নরূপ উপধারা (ঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

‘(ঘঘ) ‘প্রধান সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা’ অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের যে-কোনো পরিচালক’;

১১। ধারা ২-এর উপধারা (ঙ)-এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

‘(ঙ) ‘প্রাণিজাত পণ্য’ অর্থ প্রাণী বা প্রাণীর মৃতদেহ হইতে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, সংগৃহীত বা প্রস্তুতকৃত যে-কোনো পণ্য এবং প্রাণীর মাংস, রক্ত, হাড়, মজ্জা, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, চর্বি, প্রাণী হইতে উৎপাদিত

খাদ্যসামগ্রী, বীর্য, ভ্রূণ, শিরা-উপশিরা, লোম, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত প্রাণিদেহের অন্য যে-কোনো অংশ বা প্রাণিজাত পণ্যও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

১২। ধারা ২-এর উপধারা (ঙ)-এর পরে নিম্নরূপ উপধারা (ঙঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

(ঙঙ) "প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ" অর্থ স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্রতিপালন ও উৎপাদনে ব্যবহৃত নির্ভেজাল, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব দ্রব্যাদি, যেমন:

(ক) প্রাণী খাদ্য ও প্রাণী খাদ্যের উপকরণ;

(খ) প্রাণী খাদ্যের সংযোজক (Feed Additives) এবং ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স;

(গ) কৃত্রিম প্রজননের জন্য পশু-পাখির বীজ (Semen), ভ্রূণ, উর্বর ডিম (Fertile egg) ইত্যাদি;

(ঘ) প্রাণী টিকা ও টিকা উৎপাদনের বায়োলজিক্স (Biologics) যেমন: আইসোলেট (Isolate), প্রোটিন, জিন (Gene) ইত্যাদি;

(ঙ) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক দ্রব্যাদি যেমন: প্রাণী খাদ্য ও প্রাণী খাদ্যের উৎপাদনের রং, স্বাদ বৃদ্ধির উপকরণ, প্রিজার্ভেটিস ইত্যাদি;

(চ) প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ মজুদ, পরিবহন ও বিপণনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি;

(ছ) এতদসংক্রান্ত অন্য যেকোন দ্রব্যাদি ও প্যাকিং সামগ্রী।

১৩। ধারা ২-এর উপধারা (ছ)-এ উল্লিখিত 'পশুসম্পদ' এর পরিবর্তে 'প্রাণিসম্পদ' প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। ধারা ২-এর উপধারা (জ)-তে 'পশুর' এর পরিবর্তে 'প্রাণীর' প্রতিস্থাপিত

হইবে।

১৫। ধারা ২-এর উপধারা (ঝ)-এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

(ঝ) "**স্বাস্থ্য সনদ**" অর্থ প্রাণী, প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ সম্পর্কে উৎস দেশ বা আমদানিকারী দেশ বা রপ্তানিকারী দেশের সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা অথবা উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ইসুকৃত সনদ;

১৬। ধারা ২-এর উপধারা (ঞ)-তে 'পশু বা পশুজাত' এর পরিবর্তে 'প্রাণী বা প্রাণিজাত' প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ধারা ২-এর উপধারা (ট)-এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত (ট) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

'(ট) 'রোগাক্রান্ত প্রাণী' অর্থ কোনো সংক্রামক বা জুনোটিকসহ অন্য যে-কোনো রোগে আক্রান্ত বা চিকিৎসাধীন কোনো প্রাণী।'

(ব্যাখ্যা: - জুনোটিক রোগ অর্থ যে রোগ জীবাণু প্রাণি হতে মানুষে সংক্রমিত হয়)

১৮। ধারা ৩-এর পরে নূতন ধারা ৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

৩ক। "আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক কতিপয় বিধান" -(১) মহাপরিচালক বা উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তে অনাপত্তিপত্র গ্রহণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বা গবেষণার জন্য প্রাণী, প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ আমদানি বা রপ্তানি করিতে পারিবেন না।

(২) বাংলাদেশে গৃহপালিত প্রাণী হিসাবে লালিত-পালিত হয় না বা হইতেছে না এইরূপ নূতন কোনো প্রাণী বা প্রাণীর কোনো নূতন জাত আমদানির জন্য অনাপত্তিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা অথবা উপযুক্ত কর্মকর্তা প্রাণী, প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের কনসাইনমেন্ট আমদানী বা রপ্তানির ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এর আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিধান অনুসরণ করিবে।

(৪) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় খালাসকৃত প্রাণী, প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের কনসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে সংগনিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্মকর্তা খালাসোত্তর নিরীক্ষা পরিচালনা করিতে পারিবে।

১৯। ধারা ৪-এর ৫ নং লাইনে ‘উল্লিখিত’ এর পরে ‘পশু বা পশুজাত’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণী বা প্রাণিজাত’ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। ধারা ৫-এর ২ নং লাইনে ‘প্রজ্ঞাপন দ্বারা,’ এর পরে ‘পশু বা পশুজাত’ শব্দের পরিবর্তে ‘প্রাণী ও প্রাণিজাত’ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং ধারা ৫-এর পরে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

‘৫ক। সঙ্গনিরোধ কেন্দ্র (Quarantine Centre) স্থাপন— (১) সরকার এক বা একাধিক স্থানে সঙ্গনিরোধের জন্য প্রাণীর আবাস, চিকিৎসা, সেবা ও ল্যাবরেটরি ইত্যাদি সংবলিত সঙ্গনিরোধ কেন্দ্র স্থাপন এবং স্থাপিত সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের চাকুরির শর্ত নির্ধারণ করিবেন।

(২) সংগনিরোধ কেন্দ্রে সংগনিরোধ পদ্ধতি, উহার মেয়াদ সরকার ও সংগনিরোধ সনদ বা উপযুক্ততার সনদ প্রদান পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীন সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উহাতে দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনের জন্য সরকার, ক্ষেত্রমতো মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্য হইতে সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

নিয়োজিত করিবেন।’

২১। ধারা ৬-এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

‘**৬। সঙ্গনিরোধের জন্য প্রাণী এবং প্রাণিজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণ**— সঙ্গনিরোধের জন্য আটক সকল প্রাণী এবং প্রাণিজাত পণ্য প্রধান সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে এবং সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থাপনা তাহার তত্ত্বাবধানে হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।’

২২। ধারা ৭-এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

‘**৭। প্রধান সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি**— (১) প্রধান সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন এবং সারা বাংলাদেশ তাঁহার অধিক্ষেত্র হইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রধান সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা এই আইন ও বিধির অধীন উহার যে-কোনো ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অধিক্ষেত্র উল্লেখ করিয়া সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

২৩। ধারা ৮-এর উপধারা (১)-এর দ্বিতীয় লাইনে ‘সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার’ এর পরে ‘পশু সম্পদ’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণিসম্পদ’ এবং উপধারা (৩)-এর দ্বিতীয় লাইনের প্রথমে উল্লিখিত ‘পশু সম্পদ’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণিসম্পদ’ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। ধারা ৯-এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উহার পরে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯ক, ৯খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

‘**৯। আমদানিকারক কর্তৃক আমদানির বিষয়ে অবহিতকরণ**—প্রত্যেক আমদানিকারক কোনো প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উহার পরিবহণ বন্দরে পৌঁছিবার ন্যূনতম ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে উক্ত

আমদানিতব্য প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য সম্পর্কে সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবহিত করিবেন।

৯ক। পরিদর্শন, পরীক্ষা ও নমুনা সংগ্রহ ইত্যাদি— (১) আমদানিকৃত ও রপ্তানিতব্য প্রাণী, প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের নমুনার প্রথমবারের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার সহিত বিরুপ হইলে সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা অথবা উপযুক্ত কর্মকর্তা উত্তোলিত নমুনা দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সুযোগ দিতে পারিবে।

(**২**) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় খালাসকৃত প্রাণী, প্রাণিজাত পণ্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণের কনসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে সংগনিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্মকর্তা খালাসোত্তর নিরীক্ষা পরিচালনা করিতে পারিবে।

৯খ। কনটেইনার বা খাঁচা স্থানান্তর, ইত্যাদি। —সঙ্গনিরোধ মেয়াদে, আমদানিকৃত প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য আনায়ন করা হইয়াছিল এইরূপ কোনো কনটেইনার বা খাঁচা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থানান্তর বা খোলা যাইবে।

২৫। ধারা ১০-এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত ধারা ১০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

‘**১০। সংক্রামিত প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্যের সংস্পর্শে আসা প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য ইত্যাদি**—(১) যদি আমদানিকৃত কোনো প্রাণী জুনোটিক বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত বা কোনো প্রাণিজাত পণ্যে জুনোটিক বা সংক্রামক রোগের জীবাণু শনাক্তকৃত হয়, তবে উক্তরূপ প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্যের সংস্পর্শে আসা সকল প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ধারা ৫খ-এর উপধারা (৩) দফা (খ) বা (গ) অনুসারে বা বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উক্তরূপে রোগাক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে আসিয়াছে এইরূপ প্রাণীর গাত্রাবরণ, মলমূত্র, সরঞ্জামাদি, ঘাস, খড়, খাঁচা বা অন্যান্য দ্রব্য বা উক্ত

প্রাণিজাত পণ্য বাজেয়াপ্ত এবং ধ্বংস করিতে হইবে।'

২৬। ধারা ১১-এর শিরোনামে 'বাজেয়াপ্তকৃত' এর পরে 'পশু' এর পরিবর্তে 'প্রাণী' এবং দ্বিতীয় লাইনে 'বাজেয়াপ্তযোগ্য' এর পরে 'পশু ও পশুজাত পণ্য বা পশুর' শব্দের পরিবর্তে 'প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বা প্রাণীর' এবং উহার তৃতীয় লাইনে 'জেলা' এর পরে 'পশুসম্পদ' এর পরিবর্তে 'প্রাণিসম্পদ' প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। ধারা ১২-এর ধারার শিরোনামে 'পশু ও পশুজাত' শব্দের পরিবর্তে 'প্রাণী ও প্রাণিজাত' হইবে এবং উহার প্রথম লাইনে 'কোন' এর পরে 'পশু ও পশুজাত' শব্দের পরিবর্তে 'প্রাণী ও প্রাণিজাত' শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৮। ধারা ১৩ নিম্নবর্ণিত ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

১৩। বৈধ অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে আমদানিকৃত প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য-সম্পর্কিত বিধান—যদি বৈধ অনুমতিপত্র ও স্বাস্থ্যসনদ ব্যতিরেকে কোনো প্রাণী বা উপযুক্ততা সনদ ব্যতীত প্রাণিজাত পণ্য আমদানি করা হয় বা আমদানির পক্ষে আমদানিকারী কোনো উপযুক্ত কাগজাদি উপস্থাপন করিতে না পারেন, তবে ধারা ২০-এর অতিরিক্ত হিসাবে আমদানিকৃত প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্মকর্তা উহা দখলে গ্রহণ করিয়া সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবেন এবং বিধি অনুসারে নিষ্পন্ন করিবেন।

২৯। ধারা ১৪ নিম্নবর্ণিত ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

'১৪। প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ইত্যাদি—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক বা সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অনুরূপ আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের তারিখের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে

প্রতিকার লাভের উদ্দেশ্যে—

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) আদেশটি যদি সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করা না হইলে মহাপরিচালকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন কোনো আপিল দাখিল হইলে, উহা দাখিলের অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।'

৩০। ধারা ১৪-এর পরে নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৪ক ও ১৪খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

'১৪ক। ফি, মূল্য বাবদ আদায় ইত্যাদি—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ, পরিবহণ, পরীক্ষা, সংরক্ষণ ও চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসনদ বা উপযুক্ততার সনদ বাবদ ফি নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ করিবে।

(২) সঙ্গনিরোধকালীন ব্যবহৃত ঔষধ বা টিকা বা প্রাণিখাদ্য বা প্রাণী যানবাহনে উত্তোলন ও অবতরণ করিবার জন্য শ্রমিকের মজুরি বাবদ প্রকৃত ব্যয়ের অর্থ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারী বা রপ্তানিকারীর নিকট হইতে বিধিমত আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) বলবৎ অন্য আইনে বা বিধিতে বাধ্যবাধকতা থাকিলে ফি বা প্রকৃত ব্যয়ের সহিত আয়কর বা ভ্যাট (Value Added Tax) আদায়যোগ্য হইবে।

১৪খ। প্রশাসনিক জরিমানা—প্রধান সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বা সঙ্গনিরোধ

কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তিকে নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, তবে কোনোভাবেই ২০ (বিশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে প্রশাসনিক জরিমানা করিতে পারিবেন—

(ক) কোনো সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করিলে, প্রতিরোধ করিলে অথবা ভীতি প্রদর্শন করিলে;

(খ) এই আইনের বিধান-অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশনা প্রতিপালনে অস্বীকার করিলে অথবা অবজ্ঞা করিলে;

(গ) আমদানি অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে;

(ঘ) ধারা ৯খ-এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য বা অগ্রাহ্য করিলে;

(ঙ) ধারা ৯গ-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(চ) উপযুক্ত কর্মকর্তা বা সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপিত অথবা তৎকর্তৃক জারিকৃত কোনো দলিলের পরিবর্তন বা বিকৃত করিলে।’

৩১। ধারা ১৫-এর দ্বিতীয় লাইনে ‘সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বা’ এর পরে ‘বা উপযুক্ত কর্মকর্তা’ সন্নিবেশিত হইবে।

৩২। ধারা ১৬-তে ‘সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ‘কোন’ এর পরে ‘পশু শ্রেণী বা পশু বা পশুজাত’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণিশ্রেণি বা প্রাণী বা প্রাণিজাত’ সন্নিবেশিত হইবে।

৩৩। ধারা ১৮-তে প্রথম লাইনে ‘সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার’-এর পূর্বে ‘উপযুক্ত কর্মকর্তা বা’ সন্নিবেশিত হইবে।

৩৪। ধারা ২০ নিম্নবর্ণিত ধারা ২০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

২০। দণ্ড—(১) যদি বৈধ অনুমতিপত্র ও স্বাস্থ্যসনদ ব্যতিরেকে কোনো প্রাণী বা উপযুক্ততা সনদ ব্যতীত প্রাণিজাত পণ্য আমদানি করা হয় বা আমদানির পক্ষে আমদানিকারী কোনো উপযুক্ত কাগজাদি উপস্থাপন করিতে না পারেন বা কোনো ব্যক্তি এইরূপ প্রাণী বা প্রাণিজাত পণ্য মজুত, বহন বা বিক্রয় করিলে, উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কোনো পশু বা পশুজাত পণ্য তাহার অধিকার, তত্ত্বাবধান বা নিয়ন্ত্রণে রাখিলে অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার, বিতরণ বা পরিবহণ করিলে, উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৫। ধারা ২৪-এর উপধারা (২)-এর দফা (ক)-এর শুরুতে ‘পশু ও পশুজাত’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণী ও প্রাণিজাত’; দফা (খ)-এর শুরুতে ‘পশু ও পশুজাত’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণী ও প্রাণিজাত’; দফা (ঘ)-এর শুরুতে ‘পশু’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণী’; দফা (ঙ)-এর শুরুতে ‘পশুজাত’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণিজাত’; দফা (ছ)-এর শুরুতে ‘পশু ও পশুজাত’ এর পরিবর্তে ‘প্রাণী ও প্রাণিজাত’; এবং দফা (ঝ)-তে ‘আমদানিকৃত পশু’ এর পরিবর্তে ‘আমদানিকৃত প্রাণী’ হইবে।